بسم الله الرحمن الرحيم

ফরজে আইন

মুফতি আবুল হাসানাত কাসিম



দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পর্কে

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে বইটির প্রথম সংস্করণ পাঠকদের কাছে বেশ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। সেই সাথে সচেতন পাঠকদের পক্ষ থেকে অনুরোধ এসেছে, বইটিকে যেন আরো সমৃদ্ধ কলেবরে প্রকাশ করা হয়। আমরা তাই এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করছি। পরিমার্জিত এই সংস্করণে যা যা আছে :

১. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংযোজনের মাধ্যমে এক ফর্মা (১৬ পৃষ্ঠা) লেখা যুক্ত করা হয়েছে নতুনভাবে।

২. প্রতিটি পাঠ শেষে যুক্ত করা হয়েছে অনুশীলনী।

৩. বইয়ের শুরুতে ফরজে আইন কোর্সের শিক্ষক ও মুআল্লিমদের জন্য জরুরি দিকনির্দেশনা যুক্ত করা হয়েছে।

৪. আগের সূচিপত্র ছিল সংক্ষিপ্ত। এবারের সংস্করণে যুক্ত হয়েছে বিস্তারিত সূচিপত্র।

৫. সহিহুল বুখারি ও সহিহ মুসলিম ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থের হাদিসের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে হাদিসের মান ।

৬. আলোচনা আরো সমৃদ্ধ ও গোছালোভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৭. নতুন করে ভাষা সম্পাদনা করা হয়েছে।

৮. বইয়ের শেষে যুক্ত করা হয়েছে গ্রন্থপঞ্জি।

বইটির আলোকে ফরজ ইলম শিক্ষা কোর্স চালু হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। আলিমগণ বিশেষত লেখকের উস্তাযগণ বইটি দেখে আনন্দ প্রকাশ করেছেন এবং দুআ করেছেন। শ্রদ্ধেয় কয়েকজন আলিমের অভিমত আগ্রহ সত্ত্বেও আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। তবে মৌখিকভাবে তারা দুআ করেছেন আমাদের জন্য। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল প্রচেষ্টাকে কবুল ও মঞ্জুর করুন। আমিন।



সূচিপত্র

শুরুর আগে	১৯
সম্মানিত মুআল্লিম ও শিক্ষকদের জন্য জরুরি দিকনির্দেশনা	২৩

প্রথম অধ্যায় : আকিদা

প্রথম পাঠ : আকিদা, ঈমান ও ইসলাম	২৫
আকিদা কী?	২৫
ঈমান কী?	২৬
আকিদা ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য	২৬
ইসলাম কী?	২৭
ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য	২৭
অনুশীলনী	২৮
দ্বিতীয় পাঠ : তাওহিদ	২৯
তাওহিদ কী?	২৯
তাওহিদের স্তরসমূহ	২৯
তাওহিদুল হাকিমিয়্যাহর ব্যাপ্তি কতটুকু?	৩২
ইসলামি শাসনব্যবস্থা	৩২
কীভাবে তাওহিদের শিক্ষা আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করব?	৩৪
অনুশীলনী	৩৪
তৃতীয় পাঠ : রিসালাত	৩৫
রিসালাত কী?	৩৬
নবি ও রাসুলের মধ্যে পার্থক্য	৩৫

নবি-রাসুলের সংখ্যা	৩৫
নবিদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ	৩৬
নবিদের ক্রমধারা	৩৬
বিশিষ্ট চারজন নবি ও চারটি গ্রন্থ	৩৭
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ	৩৮
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আমাদের আকিদা	৩৮
রিসালাতকে অস্বীকার করে কারা?	৩৯
নবিজিকে নিয়ে বাড়াবাড়ি ও তার খণ্ডন	৩৯
সাহাবিদের ব্যাপারে আমাদের আকিদা	৪০
অনুশীলনী	৪১
চতুর্থ পাঠ : আরকানুল ঈমান	৪২
আল্লাহর ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস	৪২
আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবসমূহে বিশ্বাস	৪৩
কিয়ামত দিবস ও পুনরুত্থান তথা আখিরাতে বিশ্বাস	৪৪
তাকদিরে বিশ্বাস	৪৫
তাকদিরের বিষয়ে আমাদের অবস্থান যেমন হবে	৪৫
অনুশীলন	৪৬
পঞ্চম পাঠ : মুজিযা, কারামাত ও কিয়ামতের আলামত	৪৭
মুজিযা	৪৭
কারামাত	৪৮
কিয়ামতের আলামত	৪৮
অনুশীলনী	৫০
ষষ্ঠ পাঠ : জিন, ইলহাম ও স্বপ্ন	৫১
জিন	৫১
ইলহাম	৫২
স্বপ্ন	৫৩
অনুশীলনী	৫৪
সপ্তম পাঠ : কুফর, শিরক, ইরতিদাদ ও ইলহাদ	৫৫
কুফর কী?	৫৫
কুফরের প্রকারভেদ	৫৫
শিরক কী?	৫৭
শিরকের প্রকারভেদ	৫৭

কুফর ও শিরকের পার্থক্য	৫৮
ইরতিদাদ	৫৮
ইলহাদ ও যানদাকা	৫৯
অনুশীলনী	৬০
অষ্টম পাঠ : ঈমান ভঙ্গের কারণ ও তাকফির	৬১
ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ	৬১
তাকফির	৬৩
তাকফিরের কিছু মূলনীতি	৬৩
অনুশীলনী	৬৪
নবম পাঠ : বিদআত; সামাজিক ভ্রান্তি ও কুসংস্কার	৬৫
বিদআত পরিচিতি	৬৫
কতিপয় আকিদাগত বিদআত ও ভ্রান্ত বিশ্বাস	৬৬
কতিপয় আমলগত বিদআত ও কুসংস্কার	৬৭
ঈমানবিরোধী কুসংস্কার	৬৮
কুসংস্কারের পেছনের কারণগুলো	৭০
অনুশীলনী	৭০
দশম পাঠ : আল-ওয়ালা ওয়াল বারা	৭১
আল-ওয়ালা ওয়াল বারা কী?	৭১
এই বন্ধুত্ব ও শত্রুতা কেন?	৭১
কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বের নিদর্শন	৭২
কাফিরদের সাথে যে পর্যায়ের সম্পর্ক ঈমান বিধ্বংসী	৭৩
মুমিনদের সাথে বন্ধুত্বের নিদর্শন	৭৩
অনুশীলনী	৭৪

দ্বিতীয় অধ্যায় : ইবাদাত

প্রথম পাঠ : পবিত্রতা	৭৫
নাপাকি নিয়ে যত কথা	৭৫
ওজু	৭৬
ওজু ভঙ্গের কারণ	৭৭

গোসল	৭৭
গোসলের সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি	৭৮
তায়াম্মুম	৭৯
নারীদের পবিত্রতা সংক্রান্ত মাসায়িল	৭৯
অনুশীলনী	৮০
দ্বিতীয় পাঠ : সালাত	৮১
সালাত	৮১
ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব পরিচিতি	৮২
সালাতের নিষিদ্ধ সময়সমূহ	৮২
সালাত শুরুর আগে সাতটি ফরজ	৮৩
সালাতের ভেতর ছয়টি ফরজ	৮৪
সালাতের ওয়াজিবসমূহ	৮৪
সালাতের সুন্নাতে মুআক্কাদাসমূহ	৮৫
সালাতের কিছু আদব	৮৬
সাহু সিজদা	৮৬
সালাত ভঙ্গের ১৯টি কারণ	৮৭
সালাতে যে কাজগুলো করা মাকরুহ তথা অনুচিত	৮৮
মাসবুক ব্যক্তির সালাত	৮৯
ছুটে যাওয়া সালাত আদায়ের পদ্ধতি	৮৯
মুসাফিরের সালাত	৯০
সুতরা সংক্রান্ত মাসায়িল	৯১
অনুশীলনী	৯২
তৃতীয় পাঠ : যাকাত ও হজ্জ	৯৩
যাকাত পরিচিতি	৯৩
যাকাতের পরিমাণ নির্ণয় ও আদায়ের পদ্ধতি	৯৪
যেসব সম্পদের ওপর যাকাত আসে আর যেসবের ওপর আসে না	৯৪
যাকাত আদায়ের খাতসমূহ	৯৬
হজ্জ পরিচিতি ও বিধানাবলী	৯৭
হজ্জ কাদের ওপর ফরজ	৯৮
হজ্জের কার্যক্রমের নকশা	৯৮

অনুশীলনী	৯৮
চতুর্থ পাঠ : সিয়াম ও কুরবানি	৯৯
সিয়াম বা রোজা	৯৯
সাহারি	১০০
ইফতার	১০০
তারাবিহ	১০১
সাদাকাতুল ফিতর	১০১
কয়েকটি জরুরি মাসআলা	১০১
কুরবানি পরিচিতি	১০২
কুরবানির মাসায়িল	১০৩
শরিকে কুরবানি	১০৩
গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মাসআলা	১০৪
অনুশীলনী	১০৫
পঞ্চম পাঠ : জিহাদ, ফরজ দাওয়াহ ও পর্দা	১০৬
জিহাদের বিধান	১০৬
জিহাদের প্রকারভেদ	১০৭
ফরজ দাওয়াহ	১০৮
পরিবারে দাওয়াহ	১০৯
আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার পরিত্যাগের পরিণাম	১১০
পর্দার বিধান	১১০
সতর	১১১
যাদের সাথে পর্দা করা ফরজ	১১২
অনুশীলনী	১১২
ষষ্ঠ পাঠ : তাযকিয়া ও বাইআত	১১৩
তাযকিয়া ও আত্মশুদ্ধি	১১৩
তাসাওউফ ও আত্মোন্নয়ন	১১৪
আত্মশুদ্ধির বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি	১১৪
বাইআত ও পীর-মুরিদি	১১৫
পীর-মুরিদির নামে প্রচলিত কতিপয় বিভ্রান্তি ও ভন্ডামি	১১৫
আসল পীর চেনার উপায়	১১৬
অনুশীলনী	১১৬

সপ্তম পাঠ : ইতিকাফ ও ওয়াকফ	১১৭
ইতিকাফের পরিচয় ও প্রকারভেদ	১১৭
ইতিকাফ অবস্থায় করণীয়	১১৮
ইতিকাফ অবস্থায় যা যা বর্জনীয়	১১৮
ওয়াকফ	১১৯
ওয়াকফের শর্ত ও প্রকারভেদ	১১৯
অনুশীলনী	১২০
অষ্টম পাঠ : আকিকা, খতনা ও দাড়ি	১২১
আকিকা	১২১
খতনা	১২২
দাড়ি	১২৩
খোঁচা দাড়ির বিধান	১২৪
অনুশীলনী	১২৪
নবম পাঠ : শপথ ও মানত	১২৫
শপথ	১২৫
শপথের প্রকৃতি ও প্রকারভেদ	১২৬
শপথ ভঙ্গের বিধান	১২৬
শপথ ভঙ্গের কাফফারা	১২৮
মানত পরিচিতি ও মানতের শর্তসমূহ	১২৮
অনুশীলনী	১২৯

তৃতীয় অধ্যায় : মুআমালাত

প্রথম পাঠ : পেশা; ব্যবসা ও চাকুরি	১৩০
যেসব পেশা গ্রহণ করা হারাম	১৩০
ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসা	১৩১
বেচাকেনার প্রকারভেদ ও বিধান	১৩১
ব্যবসায় হারাম ও অবৈধ বিষয়াদি	১৩২
গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মাসআলা	১৩৪
ইসলামের দৃষ্টিতে চাকুরি	১৩৬

কয়েকটি মাসআলা	১৩৭
অনুশীলনী	১৩৭
দ্বিতীয় পাঠ : ঋণ ও সুদ-ঘুষ	১৩৮
ঋণ পরিচিতি ও আদান-প্রদানের নীতিমালা	১৩৮
ঋণভিত্তিক সুদ	১৩৯
সুদের পরিচিতি ও প্রকারভেদ	১৩৯
সুদের প্রচলিত বিভিন্ন রূপ	১৪০
ব্যাংকে চাকুরি	১৪১
ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থা	১৪১
ব্যাংক একাউন্ট থেকে প্রাপ্ত সুদ কী করব?	১৪২
ঘুষের পরিচিতি ও ভয়াবহতা	১৪২
অনুশীলনী	১৪৩
তৃতীয় পাঠ : বিবাহ	১৪৪
ইসলামি শরিয়তে বিয়ে	১৪৪
যাদেরকে বিয়ে করা হারাম	১৪৫
অমুসলিমকে বিয়ে	১৪৬
বিয়ের দেনমাহর	১৪৮
কাবিননামা	১৪৮
বিয়ের ওয়ালি	১৪৯
কুফু	১৪৯
অনুশীলনী	১৪৯
চতুর্থ পাঠ : তালাক ও উত্তরাধিকার	১৫০
তালাক পরিচিতি, প্রকারভেদ ও বিধান	১৫০
তালাকের অর্থবহ শব্দের মাধ্যমে তালাক প্রদান	১৫১
ইদ্দত	১৫২
তালাক সংক্রান্ত কয়েকটি মাসআলা	১৫২
ইসলামে উত্তরাধিকার	১৫৩
বন্টন সম্পর্কিত প্রাথমিক বিষয়াদি	১৫৩
ওয়ারিস তথা উত্তরাধিকারী কারা?	১৫৪
যাবিল আরহাম তথা দূরবর্তী আত্মীয়	১৫৫
কয়েকটি জরুরি মাসআলা	১৫৫
অনুশীলনী	১৫৬

পঞ্চম পাঠ : ইসলামি দণ্ডবিধি	১৫৭
ইসলামি দণ্ডবিধির যৌক্তিকতা	১৫৭
বিভিন্ন দণ্ড এবং তা প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলো	১৫৮
কিসাস, দিয়াত ও তাযির	১৫৮
জিনার শাস্তি; জিনা ও ধর্ষণের মধ্যে পার্থক্য	১৫৯
সমকামিতা	১৫৯
মদ্যপানের শাস্তি	১৬০
সব চুরিতে হাত কাটার বিধান প্রযোজ্য নয়	১৬০
অপবাদের শাস্তি	১৬১
অনুশীলনী	১৬১

চতুর্থ অধ্যায় : মুআশারাত ও আখলাকিয়াত

প্রথম পাঠ : ইসলামি শিষ্টাচার	১৬২
মুআশারাত পরিচিতি	১৬২
কথা বলার আদব	১৬৩
পারিবারিক শিষ্টাচার	১৬৪
বান্দার হক সম্পর্কিত কতিপয় বড় গুনাহ	১৬৪
বান্দার হক নষ্ট করলে তাওবার উপায় কী?	১৬৫
অনুশীলনী	১৬৫
দ্বিতীয় পাঠ : আত্মীয়তার বন্ধন	১৬৬
ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মীয়তা	১৬৬
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নের পরিণতি	১৬৭
আত্মীয় কারা?	১৬৭
আত্মীয় নয়, শয়তানের ধোঁকা	১৬৮
অনুশীলনী	১৬৯
তৃতীয় পাঠ : মা-বাবা ও সন্তানের হক	১৭০
ইসলামে মা-বাবার মর্যাদা	১৭০
মায়ের হকসমূহ	১৭১
বাবার হকসমূহ	১৭১
সন্তানের কতিপয় হক	১৭২

সন্তানের প্রতি কতিপয় জুলুম	১৭৩
অনুশীলনী	১৭৩
চতুর্থ পাঠ : স্বামী-স্ত্রী, প্রতিবেশী ও গরিবদের হক, হাদিয়া ও দাওয়াত	১৭৪
স্বামীর ওপর স্ত্রীর হকসমূহ	১৭৪
স্ত্রীর ওপর স্বামীর হকসমূহ	১৭৪
প্রতিবেশীর হকসমূহ	১৭৫
গরিব-মিসকিনের হকসমূহ	১৭৫
হাদিয়া	১৭৫
দাওয়াত	১৭৭
মেহমানদারি	১৭৮
অনুশীলনী	১৭৮
পঞ্চম পাঠ : রোগীর শুশ্রূষা, জানাযা, গোসল, কাফন-দাফন ও কবর জিয়ারত	১৭৯
রোগীর শুশ্রূষা	১৭৯
জানাযা	১৮০
গোসল, কবর খনন ও কাফন-দাফন	১৮০
কবর জিয়ারত	১৮১
অনুশীলনী	১৮২

পঞ্চম অধ্যায় : হালাল-হারাম

প্রথম পাঠ : গুনাহ, হালাল-হারাম ও মাকরুহ পরিচিতি	১৮৩
গুনাহ	১৮৩
কবিরা গুনাহ	১৮৩
যথাযথ তাওবার তিনটি শর্ত	১৮৪
হালাল-হারাম	১৮৫
হালাল-হারামের কতিপয় মূলনীতি	১৮৫
মাকরুহ	১৮৬
অনুশীলনী	১৮৬
দ্বিতীয় পাঠ : পানাহারে হালাল হারাম	১৮৭
নেশাদ্রব্য	১৮৭
স্থলজ ও জলজ প্রাণী	১৮৭

পশু জবাই	১৮৯
জবাই শুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ	১৮৯
অনুশীলনী	১৯০
তৃতীয় পাঠ : দৈহিক পরিচর্যায় হালাল হারাম	১৯১
উল্কি অংকন, ট্যাটু ও প্ল্যাস্টিক সার্জারি	১৯১
ভ্রু প্লাক, পরচুলা, কৃত্রিম পাপড়ি, কান ও নাকের দুল প্রভৃতি	১৯১
চুল ও অবাঞ্ছিত পশম	১৯২
পুরুষদের পোশাক, অলংকার, রেশমি কাপড়, খেজাব ও মেহেদী ব্যবহার	১৯২
নারীদের নেইলপালিশ ও কপালে টিপ ব্যবহার	১৯৩
অনুশীলনী	১৯৩
চতুর্থ পাঠ : খেলাধুলা, গান ও বিনোদন	১৯৪
সুন্নাহসম্মত খেলাগুলো	১৯৪
যেসব খেলা জায়িয নয়	১৯৫
যেসব খেলা শর্তসাপেক্ষে জায়িয	১৯৭
গান	১৯৮
অনুশীলনী	১৯৮
পঞ্চম পাঠ : ফটো-ভিডিও, মুভি, ঘরে পশুপালন ও তার কেনাবেচা	১৯৯
ফটোর বিধান	১৯৯
ভিডিও	২০০
মুভি	২০০
ঘরে পশুপালন	২০১
পশু কেনাবেচা	২০২
অনুশীলনী	২০৩
ষষ্ঠ পাঠ : চিকিৎসাশাস্ত্রে হালাল হারাম	২০৪
ইসলামের দৃষ্টিতে চিকিৎসা	২০৪
মরণোত্তর দেহদান ও অঙ্গ বিক্রি	২০৫
মানুষের চুল, নখ ও কঙ্কাল বিক্রি	২০৫
রক্ত বিক্রি ও রক্তদান	২০৫
জন্মনিয়ন্ত্রণ	২০৬
গর্ভপাত	২০৬
অনুশীলনী	২০৭
গ্রন্থপঞ্জি	২০৮

ইলমের প্রকারভেদ

ইলমের দুটি স্তর রয়েছে। প্রথমটি হলো ফরজে আইন, আর দ্বিতীয়টি হলো ফরজে কিফায়া। ফরজে আইন স্তর হলো, দ্বীনের মৌলিক আকিদা, ফরজ বিধানাবলি ও হালাল-হারাম সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করা। অর্থাৎ, আকিদা শুদ্ধ করার পাশাপাশি ইবাদাত, মুআমালাত তথা পারস্পরিক লেনদেন, মুআশারাত তথা শিষ্টাচার-বান্দার হক এবং হালাল-হারাম সম্পর্কিত যে জ্ঞান অর্জন করলে জীবনের প্রতিটি কাজ যেন শরিয়ত মোতাবেক করা যায়, সেই জ্ঞান অর্জন করা। মুসলিম হিসেবে এই স্তরের ইলম অর্জন করা আমাদের প্রত্যেকের ওপর ফরজ।

অপরদিকে ইলমের ফরজে কিফায়া স্তর হলো, ইসলামের উচ্চতর বিষয়াদি যেমন তাফসির, হাদিস, ফিকহ, উসুল ও মূলনীতি প্রভৃতি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করা এবং আলিম হওয়া। সমাজের কিছু সংখ্যক মানুষ এই স্তরের জ্ঞান লাভ করলে এবং সেটার প্রচার করলে সবার পক্ষ থেকে এটি অর্জনের ফরজ বিধান আদায় হয়ে যায়। মাদরাসার পাঠ্যসূচিতে সাধারণত এসব বিষয়ে পড়ানো হয় বিধায় সেখান থেকেই তৈরি হন শরিয়াহ-বিশেষজ্ঞ আলিম। মোটকথা, সকল মুসলিম আলিম হতে হবে, এমনটা জরুরি নয়। বরং জরুরি হলো, প্রত্যেক ব্যক্তি ফরজে আইন স্তরের ইলম অর্জন করা।

কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, আমাদের দেশের দ্বিমুখী শিক্ষাব্যবস্থায় জেনারেল শিক্ষার্থীদের জন্য ফরজে আইন স্তরের ইলম অর্জনের সুযোগ ও ব্যবস্থাপনা তেমন নেই। দ্বীনের বিশুদ্ধ ইলম অর্জনের সুযোগ তারা পান না। এর ফলে তাদের আকিদা ও ইবাদাত পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে না। ব্যবসা, লেনদেন ও অর্থোপার্জন শরিয়তসম্মত হয় না তাদের। বান্দার হক ও হালাল-হারামের বিষয়ে তারা যত্নবান হতে পারেন না।

যারা দ্বীনের পথে এসে ইলম অর্জনে আগ্রহী হন, দেখা যায় তারা উস্তাযের তত্ত্বাবধানে না গিয়ে ইসলাম নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে পড়াশোনা আরম্ভ করেন। আর সেই পড়াশোনাও হয় এলোপাতাড়ি; আকিদা ও দ্বীনের বুনিয়াদি বিষয় বাদ দিয়ে কখনো তারা তাফসিরে ইবনে কাসির নিয়ে বসে পড়েন, তো কখনো শাখাগত মাসআলা নিয়ে জড়িয়ে পড়েন বিবাদে। ফলে কিছুদিন যেতেই খেই হারিয়ে ফেলেন।

ফরজে আইন ইলম অর্জনের সিলেবাস প্রণয়ন

উল্লিখিত বাস্তবতা সামনে রাখলে বোঝা যায়—ফরজে আইন স্তরের ইলম শিক্ষার জন্য একটি স্বতন্ত্র সিলেবাস প্রণয়ন করা এবং ব্যাপকভাবে সবার মাঝে তা ছড়িয়ে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। এমন সিলেবাস ও ব্যবস্থাপনার অভাবেই সদ্য দ্বীনে ফেরা

নবজাতক বিভাজনের অথৈ জলে পতিত হয়; বিভিন্ন মাসআলায় আলিমদের এত মতবিরোধ দেখে হয়ে পড়ে দিশেহারা। দ্বীনি ইলম অর্জনের এই সীমাবদ্ধতাই তাকে দ্বীন থেকে দূরে ঠেলে দেয়। তার উপরে মানুষের অভ্যাস হলো, আকিদা আর ফরজে আইনের মতো মৌলিক ও স্পর্শকাতর বিষয়ের জ্ঞান ইউটিউব আর গুগলের বাজার থেকে সার্চ করে করে শেখা। অথচ জরুরি ছিল, এসব বিষয় নির্ভরযোগ্য কোনো আলিমের কাছ থেকে শিক্ষা করা।

কাজেই দীর্ঘদিন যাবৎ আমরা ভাবছিলাম—মাদরাসাপড়ুয়াদের বাইরের বিশাল শ্রেণিটির জন্য একাডেমিক্যালি কিছু করা যায় কি না। বাংলা ভাষায় বিশুদ্ধ আকিদা ও মৌলিক দ্বীনি ইলম শিক্ষার মানসম্মত কোনো সিলেবাস প্রণয়ন করা যায় কি না। আর সেই ভাবনা থেকেই আমাদের 'মানযিল ইনস্টিটিউট'-এর যাত্রা। জানুয়ারি-২০২১ থেকে আমরা শুরু করি তিনমাসের অনলাইনভিত্তিক 'আকিদা ও ফরজে আইন' কোর্স। পরে এটিকে দুইমাসে 'ফরজে আইন' শিরোনামে আনা হয়। এখনো ব্যাচ আকারে চলমান এই কোর্সটি থেকে হাজার হাজার ভাইবোন উপকৃত হয়েছেন। যেহেতু কোর্স করার মতো সময়-সুযোগ সবার হয়ে ওঠে না, তাই অনেকেই অনুরোধ করেছিলেন, কোর্সটি যেন বই আকারে আনা হয়। আর সেই অনুরোধের প্রেক্ষিতে রচনা করা হয় বক্ষ্যমাণ 'ফরজে আইন' গ্রন্থটি।

ইলম অর্জনের প্রাথমিক শর্তাবলি

- নিয়ত বিশুদ্ধ করে নেওয়া
- ইলম অর্জনে পুরোপুরি মনোযোগী ও একনিষ্ঠ হওয়া
- যোগ্য ও বিশ্বস্ত উস্তায নির্বাচন ও গ্রহণ করা
- হালাল ভক্ষণ ও হারাম পরিহার করা
- অলসতা পরিত্যাগ করা
- অহেতুক আড্ডা পরিহার করা
- সময়ের মূল্যায়ন করা
- ইলম অর্জনের তীব্র পিপাসা থাকা
- অসৎ ও অনর্থক সঙ্গ পরিহার করা
- প্রাজ্ঞ ও তাকওয়াবান কোনো আলিমের সংশ্রব গ্রহণ করা
- ইলম অনুযায়ী আমল করা।



সপ্তম পাঠ : কুফর, শিরক, ইরতিদাদ ও ইলহাদ

কুফর কী?

'কুফর' শব্দের মূল অর্থ—গোপন করা, আবৃত করা। এই শব্দটি 'অবিশ্বাস' ও 'অস্বীকার' অর্থে ব্যবহৃত হয়। তার কারণ, অবিশ্বাস ও অস্বীকারের মাধ্যমে সত্যকে লুকানো হয় বা আবৃত করা হয়।

ইসলামি পরিভাষায় কুফর বলা হয়—ঈমান বা বিশ্বাসের অনুপস্থিতিকে। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসুল এবং ঈমানের অন্যান্য স্তম্ভে অবিশ্বাস করার নামই হলো কুফর। সেই অবিশ্বাস আল্লাহর প্রতি সংশয়, সন্দেহ, উপেক্ষা, অহংকার কিংবা রাসুলের প্রতি বিদ্বেষ, ঈর্ষা বা প্রবৃত্তিক যেকোনো কারণেই হতে পারে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে তাঁর সমকক্ষ বা উপাস্য বলে মনে করাও কুফরের অন্তর্ভুক্ত। যদিও পরিভাষায় এটাকে শিরক বলে।

একইভাবে মুখে নিজেকে মুসলিম দাবি করে অথচ অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান রাখে না—এমন ব্যক্তিও কাফির। পরিভাষায় তাকে মুনাফিক বলে। অনুরূপ ওই ব্যক্তিও কাফির, যে অন্তরে রাসুলের সত্যতা বিশ্বাস করে, কিন্তু অহংকার বা হিংসাবশত মুখে তা স্বীকার করতে নারাজ। আল্লাহর কোনো অকাট্য বিধানকে অস্বীকারকারী ব্যক্তিও কাফির।

মোটকথা, শিরক, মুনাফেকি, ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ, আল্লাহর বিধানকে অবজ্ঞা বা অস্বীকার যেকোনো কারণেই একজন মানুষ কাফির হতে পারে।

কুফরের প্রকারভেদ

কুফর প্রধানত দুই প্রকার :

এক. কুফরে আকবার তথা বড় কুফর। এটাকে 'কুফরে ইতিকাদি' তথা বিশ্বাসগত কুফর বলা হয়। এই প্রকারের কুফর মানুষকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। সাধারণত কুফর বলতে এটাকেই বোঝানো হয়।

দুই. কুফরে আসগার তথা ছোট কুফর। এটাকে 'কুফরে আমালি' বা কর্মগত কুফরও বলা হয়।

প্রথম প্রকারের কুফর কয়েক ধরনের হতে পারে। কুফরে আকবার তথা বড় কুফরে লিপ্ত ব্যক্তি চার ধরনের হতে পারে—

১. কুফরুল ইনকার তথা অস্বীকারজনিত কুফর। যেমনটা নাস্তিকরা করে থাকে।

২. কুফরুল জুহুদ তথা আল্লাহকে বাহ্যত স্বীকার করা কিন্তু মেনে না নেওয়ার কুফর। যেমনটা ইবলিস ও অন্যান্যরা করেছে।

৩. কুফরুল ইনাদ তথা সত্য জেনেও আত্মসমর্পণ না করার কুফর। যেমনটা আবু জাহলসহ মক্কার মুশরিকরা করেছে।

৪. কুফরুন নিফাক তথা মুখে সত্যকে স্বীকার আর অন্তরে তা অস্বীকারের কুফর।[৩৯]

কুফরে আসগার দ্বারা সেসমস্ত কবিরা গুনাহকে বোঝানো হয়, যেগুলোকে কুরআন-সুন্নাহয় কুফর নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই প্রকারের কুফর মানুষকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে না। যেমন—এক মুসলিম অপর মুসলিমের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া,[৪০] গায়রুল্লাহর নামে কসম করা,[৪১] কবিরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া প্রভৃতি।

কুফরে আকবার ও কুফরে আসগারের মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য আছে। যেমন—

ক. কুফরে আকবার মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় এবং তার আমল বিনষ্ট করে দেয়। পক্ষান্তরে কুফরে আসগার ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে না এবং আমলও বিনষ্ট করে না। তবে আমলের মাঝে ত্রুটি সৃষ্টি করে এবং শাস্তির সম্মুখীন করে।

খ. কুফরে আকবারে লিপ্ত ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামি হবে; তবে কুফরে আসগারে লিপ্ত ব্যক্তি কিছুকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে অথবা আল্লাহ চাইলে তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

---

[৩৯] পাঁচ আয়াত, শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল

[৪০] সহিহুল বুখারি : ৪৮

[৪১] সুনানুত তিরমিযি : ১৫৩৫; হাদিসটি সহিহ

গ. কুফরে আকবারে লিপ্ত ব্যক্তিকে ভালোবাসা ও তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা মুমিনদের জন্য কখনো বৈধ নয়। পক্ষান্তরে কুফরে আসগারে লিপ্ত ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করা অবৈধ নয়।

শিরক কী?

আরবিতে 'শিরক' শব্দের অর্থ অংশীদার হওয়া। তবে সাধারণভাবে এই শব্দটি 'অংশীদার করা' বা 'সহযোগী বানানো' অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইসলামি পরিভাষায় শিরক বলা হয়—এমন কোনো বিষয়ে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করা, যা একমাত্র আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অতএব, কাউকে আল্লাহর সমতূল্য মনে করা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উপাসনা করা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে স্রষ্টার মতো করে প্রার্থনা করা—এ সবই শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

তাওহিদের বিপরীত শব্দ হলো শিরক এবং এটি সবচেয়ে জঘন্য গুনাহ। পবিত্র কুরআনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ আলোচনা তাওহিদ ও শিরক বিষয়ক। সুরা নিসার ১১৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন—'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক সাব্যস্ত করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যসব (পাপ) তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন।'

শিরকের প্রকারভেদ

শিরক প্রধানত দুই প্রকার—

১। শিরকে আকবার বা বড় শিরক। সাধারণত শিরক বলতে এটাকেই বোঝানো হয়।

২। শিরকে আসগার বা ছোট শিরক।

তাওহিদের ঠিক বিপরীত শব্দ হচ্ছে শিরকে আকবার। সুতরাং তাওহিদ যেমন তিন ধরনের, একইভাবে শিরকে আকবারও তিন ধরনের। যথা :

এক. শিরক ফির রুবুবিয়্যাহ। অর্থাৎ আল্লাহর পাশাপাশি অন্য কাউকে রব ও স্রষ্টা, রিজিকদাতা, জীবন-মৃত্যুদানকারী অথবা মঙ্গল-অমঙ্গলের মালিক মনে করা।

দুই. শিরক ফিল উলুহিয়্যাহ। অর্থাৎ ইবাদাত ও উপাসনার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করা।

তিন. শিরক ফিল আসমা-ই ওয়াস সিফাত। আল্লাহর সুনির্দিষ্ট নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে কাউকে শরিক করা বা তাঁর কোনো গুণ বা কর্মকে কারও সাথে তুলনীয় মনে করা।

শিরকের আরও একটি প্রকার রয়েছে। সেটি হলো—শিরক ফিল হাকিমিয়্যাহ। অর্থাৎ রাষ্ট্র বা কোনো ব্যক্তির জন্য আল্লাহর আইনকে তোয়াক্কা না করে আইন প্রণয়নের অধিকার আছে বলে মনে করা। অনেকে এটিকে আলাদাভাবে উল্লেখ করেননি; বরং পূর্বোল্লিখিত তিনটি প্রকারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যেমনটা তাওহিদের ক্ষেত্রেও হয়েছে।

শিরকে আসগার বলা হয় এমন কোনো কথা বা কর্মকে—যা বাহ্যত শিরকে আকবারের মতো মনে হয়। যেমন—রিয়া তথা লোকদেখানো আমল করা, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর নামে শপথ করা প্রভৃতি।[৪২]

কুফর ও শিরকের পার্থক্য

কুফর শব্দটি ঈমান শব্দের বিপরীত শব্দ, যার অর্থ- ঈমানের অনুপস্থিতি। অপরদিকে শিরক শব্দটি তাওহিদ শব্দের বিপরীত শব্দ। যার অর্থ- তাওহিদের অনুপস্থিতি। সারকথা, তাওহিদ যেভাবে ঈমানের একটি অংশ, অনুরূপভাবে শিরকও কুফরের একটি অংশ। এ থেকে বোঝা গেল, কুফর শব্দটি শিরকের চেয়ে ব্যাপক অর্থ বহন করে। ফলে সব শিরকই কুফর। কিন্তু সব কুফর শিরক নয়।

উল্লেখ্য, তাওহিদ যেমন ঈমানের প্রধান ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তেমনি শিরকও কুফরের সবচেয়ে জঘন্য অংশ। মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত বিষয় হলো শিরক তথা কাউকে তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করা। তাছাড়া যুগে যুগে মানুষ আল্লাহর অস্তিত্ব ও উপাস্যত্ব অস্বীকার করেনি, বরং তাঁর সাথে অন্যদের অংশীদার করেছে। এমনটাই হয়েছে বেশিরভাগ। অবশ্য যদি কেউ তাওহিদ ছাড়া ঈমানের অন্য কোনো স্তম্ভ অস্বীকার বা অবিশ্বাস করে তাহলে তা হবে কুফর; শিরক নয়।

ইরতিদাদ

কোনো মুসলিম বা ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করলে সেটাকে বলা হয় ইরতিদাদ। আর যে ব্যক্তি এমনটা করে, তাকে বলে মুরতাদ। এটা সাধারণ কুফরের চেয়েও ভয়াবহ অপরাধ। কেননা সাধারণ কুফর হলো সত্য দ্বীন থেকে বিমুখতা, আর ইরতিদাদ কেবল বিমুখতাই নয়; বরং বিরুদ্ধতা। সত্য দ্বীন গ্রহণের পর তা বর্জন করা মানে দ্বীনকে অভিযুক্ত করা, যা নির্জলা অপরাধ। অধিকন্তু এর মাধ্যমে ইসলাম নিয়ে

---

[৪২] আমল করতে হয় একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং শপথ করা যায় একমাত্র আল্লাহর নামে। এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটানো একধরনের সূক্ষ্ম শিরক। এজন্য হাদিসে এগুলোকে গোপন বা ছোট শিরক বলা হয়েছে।



তৃতীয় অধ্যায় : মুআমালাত

প্রথম পাঠ : পেশা; ব্যবসা ও চাকুরি

মুআমালাত শব্দটি 'মুআমালাতুন' এর বহুবচন। যার অর্থ যৌথভাবে কোনো কাজ করা। একে অন্যের সঙ্গে মেশা বা সম্পৃক্ত হওয়া। ইসলামি পরিভাষায় শব্দটি সাধারণত দ্বিপাক্ষিক কার্যকলাপ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যেমন অর্থনৈতিক লেনদেন ও এ জাতীয় কর্মকাণ্ড।

যেসব পেশা গ্রহণ করা হারাম

◆ সুদি কারবারের পেশা। যেমন স্বর্ণকার বা মহাজন কর্তৃক স্বর্ণ বা জমি বন্ধক রেখে সুদের বিনিময়ে লোন দেওয়া।

◆ প্রচলিত ফটো ও ভিডিও স্টুডিওর ব্যবসা। যদি কেউ তার স্টুডিওতে শুধু জরুরি ফটো তোলে, তাহলে সেটা ভিন্ন।

◆ বিউটি পার্লারের অধিকাংশ কার্যক্রমই শরিয়তবিরুদ্ধ। তাই এটাকে পেশা হিসেবে নেওয়া যাবে না।

◆ সুদি ব্যাংকের ব্যবসা ও তাতে চাকুরি

◆ পণ্য নকল করে ক্রেতা ঠকিয়ে ইনকাম

◆ মাদকের চালান ও ব্যবসা। এতে শ্রম দিয়ে ইনকাম করাও হারাম

◆ চোরাই পণ্যের ব্যবসা

◆ চুরি, ডাকাতি, চাঁদাবাজি, লুণ্ঠন প্রভৃতির পেশা

◆ দেহব্যবসা (শরীর মাসাজের নামেও বর্তমানে চলে এটা)

◆ মেয়েদের মডেলিং ও ছেলেমেয়ের মিক্সড মডেলিং-এর পেশা

- ♦ প্রচলিত টিভি-সিনেমায় অভিনয়ের ইনকাম ও পেশা
- ♦ ডিশের ব্যবসা
- ♦ বিয়ে ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে ফটো তোলা কিংবা ভিডিও ধারণ ও চিত্রনির্মাণের পেশা
- ♦ সেলুনে দাড়ি কাটার বা ছাটার ব্যবস্থা থাকে সাধারণত। যেহেতু কাজটা শরিয়ত কর্তৃক অনুমোদিত নয়, তাই এই ব্যবসা মাকরুহে তাহরিমি তথা হারামের কাছাকাছি অপছন্দনীয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসা

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দুই পক্ষের পূর্ণ সম্মতিক্রমে মুদ্রা কিংবা বৈধ পণ্যের বিনিময়ে বৈধ পণ্যের হস্তান্তরকে ইসলামি শরিয়তে ব্যবসা বলে।

'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম।'[১৪৭] 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কোরো না, তবে কেবলমাত্র পারস্পারিক সম্মতিক্রমে ব্যবসা করা হলে তাতে কোনো আপত্তি নেই।'[১৪৮] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যৌবনে ব্যবসা করেছেন। মক্কার সাহাবিগণ অধিকাংশই ব্যবসায়ী ছিলেন। এসকল সাহাবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আবু বকর, উমার, উসমান ইবনু আফফান, আব্দুর রহমান ইবনু আউফ, তালহা ইবনু উবাইদিল্লাহ, যুবাইর ইবনুল আওয়াম প্রমুখ সাহাবিগণ রাযিয়াল্লাহু আনহুম। আমাদের পূর্বসূরি ইমামগণও ব্যবসা করতেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ।

বেচা-কেনার প্রকারভেদ ও বিধান

ক্রয়-বিক্রয় মোট চার প্রকার। যথা :

১. পণ্যের বিনিময়ে পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়। যেমন চালের বিনিময়ে ডাল অথবা খেজুরের বিনিময়ে কিসমিস। এটাকে 'বাইয়ে মুকায়াযাহ' বলে। এখানে লক্ষণীয় হলো, অনেকসময় যখন একই প্রকারের পণ্য পরস্পর কেনাবেচা করা হয়, যেমন গমের

---

[১৪৭] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৭৫

[১৪৮] সুরা নিসা, আয়াত : ২৯

বিনিময়ে গম বা খেজুরের বদলে খেজুর, তখন উভয়টি যেন পরিমাণে সমান সমান হয়। কমবেশি করলে তা সুদের আওতাভুক্ত হবে।[১৪৯]

২. মুদ্রার বিনিময়ে পণ্য। যেমন টাকার বিনিময়ে নগদ জিনিসপত্র কেনাবেচা করা। এটাকে 'বাইয়ে আম' বা সাধারণ ক্রয়-বিক্রয় বলে।

৩. মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা। যেমন দিরহামের বিনিময়ে দিনার, ডলারের বিনিময়ে টাকা বা রুপির বিনিময়ে টাকা পরস্পর ক্রয়-বিক্রয়। এটাকে 'বাইয়ে সরফ' বলে। এক্ষেত্রেও লক্ষণীয় হলো, একই প্রকারের মুদ্রা যদি পরস্পর কেনাবেচা করা হয়, যেমন টাকার বিনিময়ে টাকা, তাহলে উভয়টি সমান সমান পরিমাণে হতে হবে। কমবেশি করলে তা সুদের আওতাভুক্ত হবে।

৪. নগদ মুদ্রার বিনিময়ে বাকিতে পণ্য ক্রয়। যেমন কেউ পণ্য কিনতে টাকা এডভান্স করল এই শর্তে যে, পণ্যটি তাকে কিছুদিন পর বুঝিয়ে দেওয়া হবে। এটাকে বলে 'বাইয়ে সালাম'।

ইসলামের দৃষ্টিতে ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। যথা—

১. পণ্য বা মাল বৈধ হতে হবে। বৈধ না হলে তা বিক্রি বা খরিদ করা জায়িয হবে না। যেমন শুকর, রক্ত, মদ, গান-বাদ্যের যন্ত্র, সিনেমার বা নৃত্য অনুষ্ঠানের টিকিট প্রভৃতি।

২. পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হতে হবে। অতএব, দোকানদার যদি ক্রেতাকে বলে, এই স্তুপের সবগুলো মালের দাম এত টাকা, তারপর ক্রেতা যদি সেখান থেকে একটা মাল উঠিয়ে নিয়ে 'পরে টাকা দেবো' বলে চলে যায়, তাহলে এই বেচাকেনা শুদ্ধ হবে না।

৩. উভয়পক্ষ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি পাওয়া যেতে হবে। অনেকে গায়ের জোরে নির্ধারিত মূল্য থেকে কম মূল্যে পণ্য ক্রয় করে। এটা হালাল হবে না।

ব্যবসায় হারাম ও অবৈধ বিষয়াদি

প্রতারণা করা : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার খাদ্যপণ্যের একটি স্তূপের মধ্যে হাত প্রবেশ করালেন। এতে তিনি কিছুটা আর্দ্রতা অনুভব করলেন। খাদ্যশস্যের মালিককে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার! এ খাদ্যশস্য ভিজা কেন? মালিক বললেন, এ খাদ্যশস্যের ওপর বৃষ্টির পানি পড়েছিল। রাসুল ﷺ বললেন, তবে

[১৪৯] সহিহুল বুখারি : ২১৭০; সহিহ মুসলিম : ১৫৮৮

ভিজে যাওয়া পণ্য ওপরে রাখলে না কেন, যাতে মানুষ তা দেখতে পায়? তারপর তিনি বললেন, শোনো, যে প্রতারণা করে সে আমার দলভুক্ত নয়।'[১৫০]

মজুদদারি : আমাদের সমাজে এক শ্রেণির মানুষ অধিক মুনাফা লাভের আশায় পণ্য মজুদ বা স্টক করে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি অত্যন্ত গর্হিত কাজ এবং মানবতার প্রতি চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শনের শামিল। কিছু মানুষ খাদ্যাভাবে কষ্টে দিনাতিপাত করবে, আর কিছু মানুষ নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কৃত্রিম খাদ্য সংকট সৃষ্টি করবে এটা ইসলাম সমর্থন করে না। মামার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'জনগণের জীবিকা সংকীর্ণ করে যে ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করবে, সে বড় অপরাধী। আর জেনে রাখ, সে পাপী হিসেবে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে।[১৫১]

মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া : ব্যবসা-বাণিজ্যে মিথ্যার আশ্রয় নিলে ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাসুলুল্লাহ ﷺ ব্যবসায়ীদেরকে মিথ্যা পরিহার করার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা তিন শ্রেণির লোকের সাথে কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, এমনকি তাদের দিকে তাকাবেনও না। টাখনুর নীচে কাপড় পরিধানকারী, উপকার করে খোটা প্রদানকারী এবং ওই ব্যবসায়ী যে মিথ্যা শপথ করে তার পণ্য বিক্রি করে।'[১৫২]

ওজনে কম দেওয়া : মহান আল্লাহ বলেন, 'যারা ওজনে কম দেয় তাদের জন্য দুর্ভোগ। তারা যখন লোকদের কাছ থেকে কিছু মেপে নেয়, তখন ভালো করে নেয়। আর যখন মানুষকে মেপে দেয়, তখন পরিমাণে কম দেয়। তারা কি ভেবে দেখে না, সেই কঠিন দিনে তারা পুনরুত্থিত হবে, যেদিন সকল মানুষ আপন প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হবে।'[১৫৩]

প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে ধারণা রাখে না এমন ক্রেতাকে ঠকানো : অনেক অসাধু ব্যবসায়ী এই কাজটা করে থাকে। দেখা যায়, একজনের কাছে পণ্য বিক্রি করছে ন্যায্য মূল্যে, কারণ ক্রেতা এর আসল রেট জানে। আবার একই জিনিস অপরজনের কাছে বিক্রি করছে চড়ামূল্যে, কারণ সে এটার বাজারদর জানে না। তাই তাকে মিথ্যা বলে,

---

[১৫০] সহিহ মুসলিম : ১০২

[১৫১] সহিহ মুসলিম : ১৬০৫; সুনানুত তিরমিযি : ১২৬৭

[১৫২] সহিহ মুসলিম : ১০৫

[১৫৩] সুরা মুতফফিফিন, আয়াত : ১-৫